ট্রিপস পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ঔষধশিল্প
আত্ম-নির্ভরশীল হতে এখনই প্রয়োজন বিনিয়োগ ও গবেষণা
participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

1

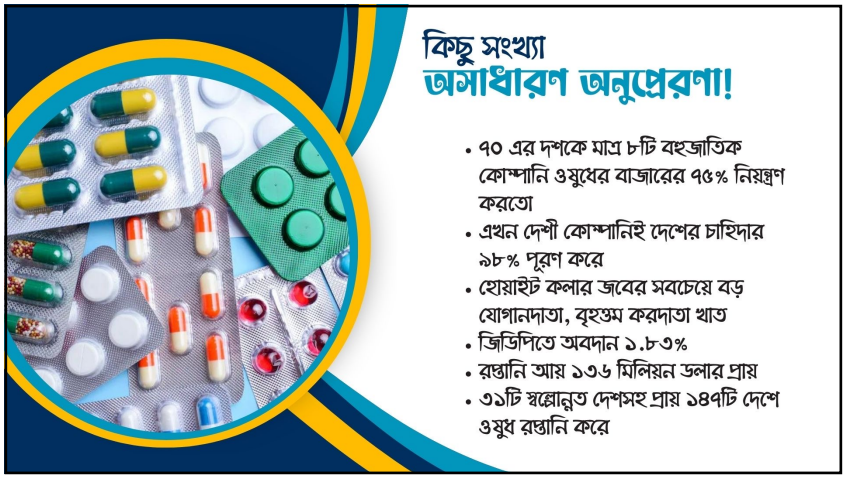
কিছু সংখ্যা
অসাধারণ অনুপ্রেরণা!
• ৭০ এর দশকে মাত্র ৮টি বহুজাতিক কোম্পানি ওষুধের বাজারের ৭৫% নিয়ন্ত্রণ করতো
• এখন দেশী কোম্পানিই দেশের চাহিদার ৯৮% পূরণ করে
• হোয়াইট কলার জবের সবচেয়ে বড় যোগানদাতা, বৃহত্তম করদাতা খাত
• জিডিপিতে অবদান ১.৮৩%
• রপ্তানি আয় ১৩৬ মিলিয়ন ডলার প্রায়
• ৩১টি স্বল্পোন্নত দেশসহ প্রায় ১৪৭টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে

2

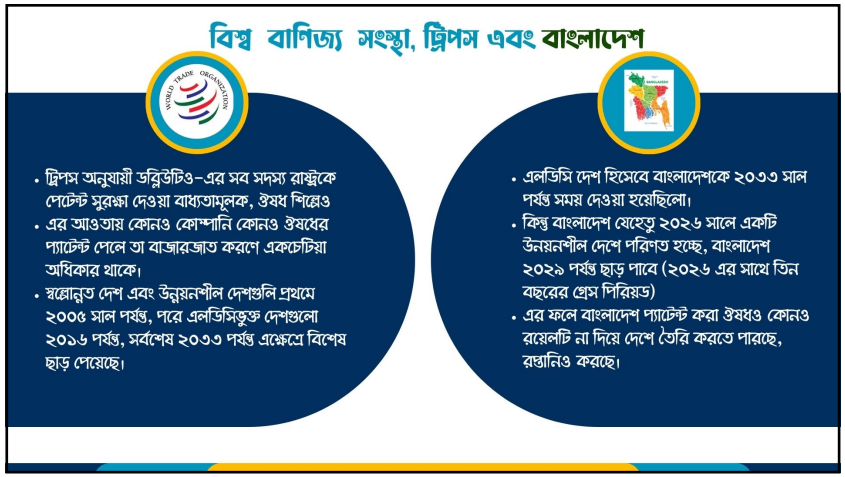
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ট্রিপস এবং বাংলাদেশ
• ট্রিপস অনুযায়ী ডব্লিউটিও-এর সব সদস্য রাষ্ট্রকে পেটেন্ট সুরক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক, ঔষধ শিল্পেও
• এর আওতায় কোনও কোম্পানি কোনও ঔষধের প্যাটেন্ট পেলে তা বাজারজাত করণে একচেটিয়া অধিকার থাকে।
• স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রথমে ২০০৫ সাল পর্যন্ত, পরে এলডিসিভুক্ত দেশগুলো ২০১৬ পর্যন্ত, সর্বশেষ ২০৩৩ পর্যন্ত এক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পেয়েছে।
• এলডিসি দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিলো।
• কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৬ সালে একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হচ্ছে, বাংলাদেশ ২০২৯ পর্যন্ত ছাড় পাবে (২০২৬ এর সাথে তিন বছরের গ্রেস পিরিয়ড)
• এর ফলে বাংলাদেশ প্যাটেন্ট করা ঔষধও কোনও রয়েলটি না দিয়ে দেশে তৈরি করতে পারছে, রপ্তানিও করছে।

3

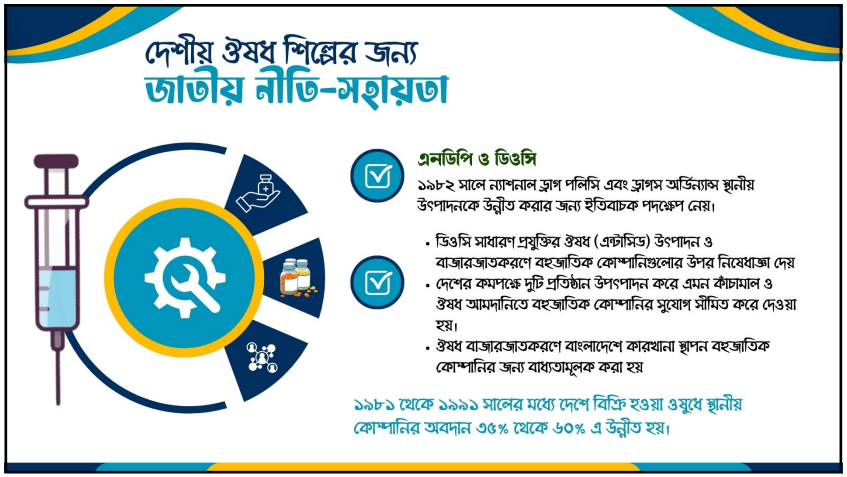
দেশীয় ঔষধ শিল্পের জন্য
জাতীয় নীতি-সহায়তা
এনডিপি ও ডিওসি
১৯৮২ সালে ন্যাশনাল ড্রাগ পলিসি এবং ড্রাগস অর্ডিন্যান্স স্থানীয় উৎপাদনকে উন্নীত করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়।
• ডিওসি সাধারণ প্রযুক্তির ঔষধ (এক্টাসিড) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়
• দেশের ক্ষমপক্ষে দুটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে এমন কাঁচামাল ও ঔষধ আমদানিতে বহুজাতিক কোম্পানির সুযোগ সীমিত করে দেওয়া হয়।
• ঔষধ বাজারজাতকরণে বাংলাদেশে কারখানা স্থাপন বহুজাতিক কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়
১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে দেশে বিক্রি হওয়া ওষুধে স্থানীয় কোম্পানির অবদান ৩৫% থেকে ৬০% এ উন্নীত হয়।

4

আছে বেশ কিছু ব্যর্থতা
হারিয়েছি অনেক সুযোগ

গবেষণা ও উদ্ভাবনে মনযোগ দেওয়া হয়নি তেমন, নিজস্ব প্যাটেন্ট নাই

কাঁচামালের জন্য এখনো বিদেশের উপর প্রায় পূর্ণ নির্ভরতা রয়ে গেছে

এপিআই পার্ক চালু করা যায়নি এখনো, ২০০৮ সালে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়

5

ঔষধের সহজলভ্যতা
কেন এত প্রয়োজনীয়?

- বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় ৪৪% খরচ হয় ঔষধের জন্য, বিশ্বে এটা সর্বোচ্চ, বিশ্বব্যাপী এক্ষেত্রে গড়ব্যয় ১৫%।
- ক্যাটাস্ট্রফিক হেলথ এক্সপেনডিচার বা সামর্থ্যের বাইরে বাংলাদেশীদের আরও ২৬% অর্থ ব্যয় হয় স্বাস্থ্যসেবায়। এটি এশিয়ায় অন্যতম সর্বোচ্চ।
- বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা পেতে মোট খরচের (আউট অব পকেট) ৭৪% বহন করতে হয় নাগরিককেই
- ঔষধের দাম কম থাকা স্বত্ত্বেও এখনো জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের পর্যাপ্ত ঔষধে প্রবেশাধিকার নেই।
- দেশে এখনো স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা তেমন কার্যকর নেই।

6

কতিপয় সাধারণ
সুপারিশ

- স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়ন কৌশলপত্র (২০১২-২০৩২)-এর মতো পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন
- সহজলভ্য ও কার্যকর সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন
- দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্য খাত
- গবেষণায় ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ
- কাঁচামাল উৎপাদনের নিজস্ব উদ্যোগ
- ঔষধের দাম সহজলভ্য /সর্বজনীন রাখার রাখার কার্যকর পদক্ষেপ
- সহজশর্তের প্যাটেন্ট অধিকারের জন্য উদ্যোগ

7

প্রয়োজন অনেক
আলোচনা ও কিছু উদ্যোগ

সবাইকে
ধন্যবাদ

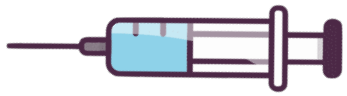

8